যায়যায়দিন

0 8 MAR 2007
তারিখ
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৮

এডিটোরিয়াল & কমেন্ট

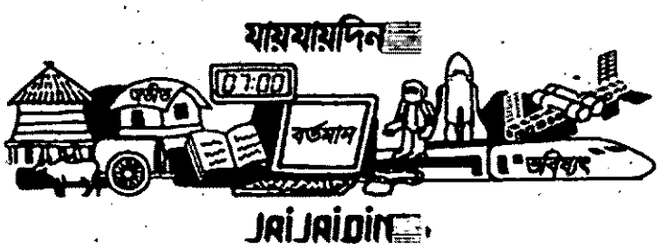

যায়যায়দিন

JAIJAIDIN
■ Dhaka ■ Thursday ■ 08 March 2007

এসএসসি পরীক্ষায় নকলমুক্ত পরিবেশের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে

আজ থেকে সারা দেশে একযোগে শুরু হচ্ছে এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা। সাতটি শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবার সর্বমোট পরীক্ষার্থী ১০ লাখ ২৯ হাজার ৮৮৫ জন। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা গতবারের চেয়ে প্রায় ২৯ হাজার বেড়েছে। মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ৫ লাখ ৫৩ হাজার ৬৬৬ এবং ছাত্রী সংখ্যা হচ্ছে ৪ লাখ ৭৬ হাজার ২১৯ জন। পরীক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া এবং ছাত্রী সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে যাওয়া দুটোই ইতিবাচক।

নকল বন্ধে সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা নেয়ার বিষয়টি বিগত জোট সরকারের আমলেই নিশ্চিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সরকারের অবদানকে অস্বীকার করা যাবে না। নকল বন্ধে তাদের গৃহীত পদক্ষেপগুলো অবশ্যই প্রশংসনীয়। নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা নেয়ার ধারাবাহিকতা রক্ষায় বর্তমান সরকারকেও সফল হতে হবে। দেশে জরুরি অবস্থা থাকায় এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের ২০০ গজের মধ্যে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করায় আশা করা যাচ্ছে, এবারো নকলমুক্ত পরিবেশেই পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হবে।

নকল ছাড়াও সরকারকে আরো কিছু বিষয়ে তৎপর হতে হবে। রাতের বেলায় লোডশেডিং বেশি হলে পরীক্ষার্থীর পড়লেখায় সমস্যা হয়। তাই পরীক্ষার মাসে রাতের বেলায় লোডশেডিং কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আরেকটি বিষয় মোকাবেলায় সরকারের বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। শহরাঞ্চলে বিশেষত বড় শহরগুলোতে পরীক্ষার দিন যানজট মোকাবেলায় ট্রাফিক পুলিশকে তৎপর রাখতে হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর সামনে যাতে যানজটের কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ তৈরি না হয় সেটিও বিবেচনায় রাখা উচিত।

পরীক্ষার্থীর পড়াশোনায় যাতে বিঘ্ন না ঘটে সে জন্য সামাজিক সচেতনতারও প্রয়োজন রয়েছে। যেমন রাতের বেলায় পাড়া-মহল্লায় সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে মাইকের ব্যবহার করা মোটেও সমীচীন হবে না। পরীক্ষার মাসটিতে এ বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গণমাধ্যমের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

পাবলিক পরীক্ষাগুলো নকলমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিগত কয়েকটি বছর সফলতা এসেছে। এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হলে একটি সময়ে নকল দেশ থেকে উঠে যাবে। পরীক্ষার ফলাফলে দুর্নীতির অভিযোগ এখনো রয়ে গেছে। যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হলে এটাও বন্ধ করা সম্ভব হবে। মেধার যাচাই যখন সঠিকভাবে করা হবে তখন দেশের আর্থ-সামাজিক চিত্র পাল্টে যেতে শুরু করবে এবং প্রকৃত মেধাবীরা দেশ ও সমাজের শীর্ষ পদে আসতে শুরু করবে। যোগ্য ও মেধাবীরা দেশ ও সমাজের নেতৃত্বে এগিয়ে এলে সুশাসনের বিষয়টি নিশ্চিত হবে, যেটি এ মুহূর্তে বাংলাদেশের জন্য খুব বেশি প্রয়োজন।